যুগান্তর

তারিখ 16 JUL 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

স্কুল জাতীয়করণেও দুর্নীতি!

নিরপেক্ষ তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে

শিক্ষা খাতে দুর্নীতির নানা চিত্র বেরিয়ে আসছে। এবার অভিযোগ উঠেছে স্কুল জাতীয়করণে দুর্নীতি নিয়ে। জানা যায়, ভুয়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শর্তপূরণ করে না, প্রকল্পভুক্তও সদ্য গজিয়ে ওঠা বিদ্যালয় জাতীয়করণে তৎপর হয়ে উঠেছে একটি চক্র। এ ক্ষেত্রে মোটা অংকের অর্থ লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি উদ্বেগজনক। এ সংঘবদ্ধ চক্রে রয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৫-৬ বছর ধরে কর্মরত কয়েকজন কর্মকর্তা। এ ছাড়া মন্ত্রীর দফতরে বেসরকারি পর্যায়ের দু'জন কর্মকর্তাও আছেন। তারাই এ ক্ষেত্রে নানা জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নিচ্ছেন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্রীর নামও ভাঙিয়ে ফায়দা নিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তাদের সঙ্গে স্থানীয় ক্ষমতাশালী একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ও শিক্ষক নেতাও নাকি জড়িত।

বিদ্যালয় জাতীয়করণের একটি নীতিমালা রয়েছে। শর্ত রয়েছে। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদিত তালিকাও রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন অনুযায়ী তৃতীয় ধাপে আবেদিত ৯৬০টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ হবে। অথচ এর কোনোকিছুই না মেনে স্কুল জাতীয়করণের চেষ্টা করছে চক্রটি। এর পেছনের কারণটি হল, বিদ্যালয় জাতীয়করণ হলে সেই স্কুলের শিক্ষকের চাকরি হবে সরকারি। এটিকেই দুর্নীতিবাজ চক্রটি টোপ হিসেবে ব্যবহার করছে। এ জন্য নতুন স্কুল চালুর আগে থেকেই শুরু হয় অর্থ লেনদেন। টাকা নেয়া হয় চাকরিপ্রত্যাশীদের কাছ থেকে। এটি একটি বড় ধরনের দুর্নীতি বলে আমরা মনে করি। এভাবে জাতীয়করণ হলে তাতে একদিকে ঘটবে নিয়মের লংঘন, অন্যদিকে শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এটি কোনোমতেই বরদাশত করা যায় না। সরকারকে অবিলম্বে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

শিক্ষা খাতের নানা স্তরে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে, এটি দুর্ভাগ্যজনক। প্রাথমিক ও গণশিক্ষাও যে এর বাইরে নেই, স্কুল জাতীয়করণ নিয়ে এ দুর্নীতি তার প্রমাণ। মন্ত্রণালয়ের সচিব যুগান্তরকে বলেছেন, শর্ত পূরণ করে না বা প্রকল্পের তালিকাভুক্ত বিদ্যালয় জাতীয়করণের চেষ্টার অভিযোগ তিনিও পেয়েছেন। সে ক্ষেত্রে তিনি পুরো বিষয়টির সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের উদ্যোগ নেবেন এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন, এটাই আমরা আশা করব।